ফুটপাথের গাছ নিয়ে বিতর্কে হাসপাতাল

মিলন দত্ত

নতুন একটি ভবনের প্রধান ফটক তৈরির জন্য ফুটপাথের একটি পুরনো বটগাছ কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন বেলভিউ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মূল ভবনের পাশেই ওই নতুন ভবনে কর্তৃপক্ষ চোখের হাসপাতাল তৈরি করবেন। গাছ কাটার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ইতিমধ্যেই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছেন, গাছটি না-কেটে তুলে নিয়ে অন্যত্র লাগানো (ট্রান্সপ্লান্ট) হবে। বেলভিউ হাসপাতালের প্রশাসক প্রদীপ টন্ডন বুধবার বলেন, "গাছটা সরাতেই হবে। সেটিকে আমরা অন্যত্র লাগাব। তার জন্য যা খরচ লাগে, দেব। এ কথা আমরা পুরসভাকেও জানিয়েছি।" পুরসভা এবং বন দফতরকে তিনি জানান, বটগাছটির অভাব পূরণে তাঁরা বেলভিউয়ের সামনে রাস্তার দু'পাশে যতগুলি সম্ভব বটগাছ লাগাবেন। তিনি 'জংলি'-র প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "ওরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ওদের দায়িত্ব পালন করছে। আমরাও ঠিক পথেই এগোচ্ছি।"

কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'জংলি'-র সদস্যেরা প্রশ্ন তুলেছেন, প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো একটি বিশাল বটগাছ তুলে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র লাগিয়ে সেটি বাঁচানো আদৌ সম্ভব কি? পুরসভা ইতিমধ্যে বিষয়টি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে জানিয়েছে। পর্ষদ বন দফতরকে গোটা বিষয়টি সরেজমিন দেখতে বলেছে। একই সঙ্গে পর্ষদ বন দফতরকে বলেছে, সব দিক দেখে গাছটির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না-হওয়া পর্যন্ত সেটি যেন কাটা না-হয়।

বন দফতর সংশ্লিষ্ট অফিসারকে পাঠিয়ে তদন্ত করেছে। তবে তারা এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। 'জংলি'-র পক্ষ থেকে বেলভিউ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, বটগাছটি না-কেটে পাশেই অন্য কোথাও ফটক তৈরি করা হোক। 'জংলি'-র সম্পাদক রাজা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা ওদের বাড়ির নকশা দেখেছি। বাড়ির ডান দিকে ওরা ফটক তৈরি করছে বলেই গাছটা কাটতে হচ্ছে। ওরা যদি আর পাঁচটা বাড়ির মতো মাঝখানে ফটকটা তৈরি করে, তা হলেই আর গাছটা কাটার প্রশ্ন ওঠে না।" পরিবেশপ্রেমী ওই সংগঠনের বক্তব্য: কলকাতার একটি পুরনো এবং অত্যন্ত অভিজাত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান যদি পরিকাঠামো তৈরি করতে গিয়ে অপ্রয়োজনে সবুজ ধ্বংস করে, তা হবে অত্যন্ত দুঃখের। কিন্তু বেলভিউ কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড়।

কিন্তু প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞ 'জংলি' মনে করছে, ওই গাছটি কেটে বা সরিয়ে নতুন গাছ লাগালে কোনও ভাবেই তা বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি থেকে বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে তাজা অক্সিজেন তৈরি করে একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ। এ ছাড়া, পূর্ণবয়স্ক একটি গাছ ঘিরে বেঁচে থাকে প্রায় সাড়ে সাতশো প্রাণ-বৈচিত্র্য। রাজাবাবু বলেন, "লক্ষ করেছি, ওই জায়গায় পাশাপাশি দু'টি গাছে প্রায় তিনশো পাখির বাসা।" সেগুলির কী হবে?

এর জবাব এড়িয়ে প্রদীপবাবু জানান, মিন্টোপার্ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁরা প্রতি মাসে ৭৫ হাজার টাকা খরচ করেন। তিনি বলেন, "প্রতি বছর সেখানে নতুন গাছ লাগাই। সারা বছর ফুলগাছের যত্ন নিতে হয়। পার্ক দেখাশোনার জন্য ৬ জন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন।" মিন্টোপার্ক রক্ষণাবেক্ষণের বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, "অবৈধ কাজ করব না। কারণ কলকাতাকে সবুজ রাখার দায়িত্ব আমাদেরও।"

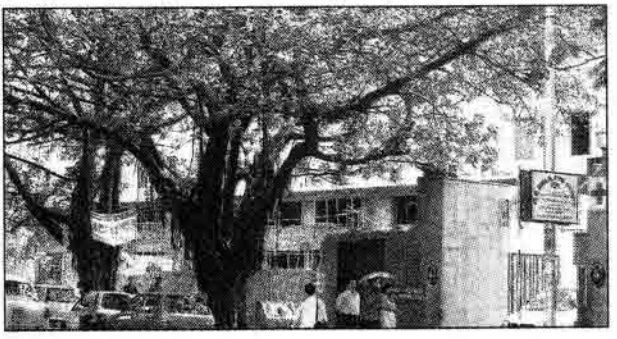

এই বটগাছটিকে নিয়েই চলছে টানাপোড়েন। — দেবাশিস রায়